www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1953) The Immortal Bard

দ্য ইম্‌মোর্টাল বার্ড

'হ্যাঁ, অবশ্যই', বললেন ডঃ ফিনেস ওয়েলচ, 'আমি সব মহান মৃত ব্যক্তিদের আত্মাকে ফেরৎ আনতে পারি।'

হয় তিনি সামান্য মাতাল ছিলেন, অথবা এমন হতে পারে যে কথাটা তিনি বলেননি। অবশ্য বড়দিনের বাৎসরিক পার্টি উপলক্ষ্যে কেউ যদি একটু আধটু মাতাল হয়েও থাকে তাতে তেমন দোষের কিছু হয় না।

স্কুলের তরুণ ইংরেজীর ইন্সট্রাক্টর স্কট রবার্টসন নিজের গ্লাসটা ঠিক করতে করতে ডানে বামে দেখে নেন কেউ আবার তাদের কথা আড়ি পেতে শুনছে কিনা। 'সত্যি বলছেন ডঃ ওয়েলচ ?'

'আলবৎ বলছি, আর শুধু আত্মা না আমি শরীরটাকেও ফেরৎ আনতে পারি।'

রবার্টসন বেশ গুছিয়েই বলে, 'আমার মনে হয় এটা সম্ভব না।'

'কেন না ? এতো অতি সহজ একটা পার্থিব অদল বদলের ব্যাপার।'

'তার মানে আপনি সময় পরিভ্রমনের কথা বলছেন ? কিন্তু সেটা তো...অস্বাভাবিক।'

'তোমার যদি জানা থাকে ব্যাপারটা কিভাবে হয় তবে মোটেও অস্বাভাবিক না।'

'বেশ, তাহলে কিভাবে ডঃ ওয়েলচ ?'

পদার্থবিদ এবার বেশ ঠান্ডা মাথাতেই জবাব দেন, 'তুমি ভেবেছ আমি তোমাকে বলে দেব ?' তিনি অন্যমনস্কভাবে আরেকটা ড্রিঙ্ক নেবার জন্য এদিক ওদিক তাকালেন কিন্তু পেলেন না। তিনি বলে চললেন, 'আমি এর মধ্যে বেশ কয়েকজনকে এনেছি, আর্কিমিডিস, নিউটন, গ্যালিলিও, বেচারারা সব।'

www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1953) The Immortal Bard

'তারা কি এখানে এসে খুব একটা খুশি হননি ? আমার তো মনে হয় আধুনিক বিজ্ঞানের কর্মকাণ্ড দেখে তাদের সব অবাক হয়ে যাওয়ার কথা,' বলে রবার্টসন। তার আসলে আলোচনাটা চালিয়ে যেতে মজাই লাগছিল।

'হ্যাঁ তা তারা হয়েছিল, খুব হয়েছিল, বিশেষ করে আর্কিমিডিস, আমি যখন যৎসামান্য গ্রীক বিদ্যা জাহির করে তাকে এসব বুঝিয়ে বলছিলাম তখন আমার মনে হচ্ছিল উনি বুঝি খুশিতে পাগলই হয়ে যাবেন। কিন্তু নাহ্...না না—'

'সমস্যাটা কোথায় ছিল ?'

'শুধু একটা ভিন্ন সংস্কৃতি। তারা আমাদের জীবন যাত্রার সাথে খাপ খাওয়াতেই পারলেন না। তার ভয়ানক একাকী এবং ভীত হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে তাই তাদের ফেরতই পাঠাতে হল।'

'এটা সত্যিই দুঃখজনক।'

'হ্যাঁ মহান মানসিকতা কিন্তু নমনীয় মানসিকতা না। বৈশ্বিকও না। সেই জন্যই আমি শেক্সপিয়রকে দিয়ে চেষ্টা চালিয়েছিলাম।'

'কি ?' রবার্টসন চিৎকার করে ওঠেন। এটা ক্রমেই ঘরের কাছাকাছি চলে আসছিল।

'আহা অমন করে চিল্লাতে নেই, ওটা এক ধরনের অভদ্রতা।'

'আপনি কি বলছেন যে আপনি শেক্সপিয়রকে ফেরৎ এনেছিলেন ?'

'এনেছিলাম, আমার একজন সত্যিকার বৈশ্বিক মানসিকতার মানুষের প্রয়োজন ছিল, এমন কেউ যে নাকি মানুষকে জানে খুব ভালো করে যাতে তার সময়ের কয়েক শতাব্দী পরেও তাদের সাথে মিলে মিশে বসবাস করতে পারে। সেই মানুষটা শেক্সপিয়র ছাড়া আর কে ? আমি তার স্বাক্ষর রেখে দিয়েছি, বুঝতেই পারছ স্মারকচিহ্ন হিসেবে।'

banglainternet.com

চোখ পিটপিট করে রবার্টসন জানতে চায়, 'আপনাকে দেয়া স্বাক্ষর ?:'

'এখানেই আছে', ওয়েলচ জামার এ পকেট সে পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বলেন। 'আহ্ পেয়েছি, এই যে সেটা।'

একটা ছোট্ট পেস্টবোর্ডে টুকরো ইন্সট্রাক্টরের দিকে এগিয়ে দেন। যার এক পিটে লেখা রয়েছে "এল ক্লেইন এন্ড সন্স, পাইকারী হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।" অন্যপিঠে আঁকা বাঁকা হাতে লেখা 'উইল ম শেখসপির' বুনো একটা সন্দেহ রবার্টসনকে পেয়ে বসে। 'উনি দেখতে কেমন ছিলেন ?'

www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1953) The Immortal Bard

'তাঁর ছবির মতো না, টাকমাথা এবং বিকট গুঁফো, কথা বলছিলেন আইরিশ উচ্চারণে, আমি অবশ্য আমাদের সময় সমন্ধে তাকে যতটা সম্ভব খুশি করতে চেষ্টা করছি। আমি তাকে বলেছিলাম যে তাঁর নাটক সমন্ধে আমরা কি উচ্চ ধারণা পোষণ করি এমনকি আজো পর্যন্ত যে ব্রডওয়েতে সেগুলো চলছে সে কথাও। সত্যি বলতে কি আমি তাকে বলেছিলাম যে আমরা মনে করি সেগুলো ইংরেজী ভাষার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা, এমনকি সব ভাষার সাহিত্য বিবেচনাতেও তা হতে পারে।'

'দারুন, দারুন।' দম না নিয়েই বলে যায় রবার্টসন।

'আমি তাঁকে বলেছিলাম লোকেরা তাঁর নাটকের ওপর কেমন গাদা গাদা প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছে, স্বাভাবিকভাবেই তিনি একটা অন্তত দেখতে চেয়েছিলেন আর আমি লাইব্রেরি থেকে তাঁর জন্য একটা সংগ্রহও করে দিয়েছিলাম।'

'তারপর ?'

'আহ্, কি বলব, তিনি তো রীতিমত মুগ্ধ, তাঁর অবশ্য ইদানিং কালের বাগধারা টারা নিয়ে একটু সমস্যা হচ্ছিল, আর ১৬০০ সালের পরের কোনো ঘটনার উল্লেখ থাকলেও ধরতে পারছিলেন না, তা আমি অবশ্য যথেষ্ঠ সাহায্য করেছি। বেচারা। আমার মনে হয় এমনটা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। তিনি ঘুরে ফিরে খালি বলতেন "রক্ষা কর খোদা, পাঁচশ বছর সময়ে শব্দ নিয়ে কি না করা যায়! আমার মনে হয় এরা কেউ একজন চাইলে এক খণ্ড ভিজে ন্যাকড়া নিঙড়েই বন্যাও ঘটিয়ে দিতে পারবে।"'

'তার তো এটা বলার কথা না।'

'কেন না ? তিনি তার নাটকগুলো যত জলদি সম্ভব লিখে শেষ করতেন। তিনি বলছিলেন তাকেও সময়সীমার মধ্যেই শেষ করতে হত। তিনি হ্যামলেট লিখেছিলেন ছয় মাসেরও কম সময়ে। কাহিনীতো পুরাতনই, তিনি শুধু সেটাকেই ঘসা মাজা করেছিলেন।'

'হুঁ ওরা টেলিস্কোপের আয়নার বেলা ঐ মোছামুছিটা করে।' ইংরেজির ইন্সট্রাক্টর বেশ রুষ্ট গলাতেই বলেন।

পদার্থবিদ অবশ্য তার ঐ রাগটাকে গ্রাহ্যই করলেন না। তিনি বারে একটা ককটেল প্রস্তুত দেখে পাশ কাটিয়ে সেদিকেই গেলেন। 'আমি অবশ্য

www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1953) The Immortal Bard

অমর কবিকে এটাও বলেছিলাম যে আমরা কলেজেও শেক্সপিয়রের ওপর কোর্স করাই।'

'আমার নিজেরই একটা কোর্স আছে।'

'আমি জানি সেটা, আমি তোমার সন্ধ্যার বাড়তি কোর্সটাতে তাঁকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলাম। আমি জানতাম না যে মানুষ তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম তাকে নিয়ে কি ভাবে সেটা জানার জন্য এতটা উতলা হতে পারে। বেচারা। তিনি এটার জন্য প্রচুর খেটেছিলেন।'

'আপনি উইলিয়াম শেক্সপিয়রকে আমার কোর্সে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন?' বিড়বিড় করে ওঠে রবার্টসন। যদিও এটা ছিল নিছকই একটা এ্যালকোহল ফ্যান্টাসি তবু চিন্তাটা তাকে দ্বিধাগ্রস্থ করে তোলে। আর সত্যিই কি এ্যালকোহল ফ্যান্টাসি? তার একটু একটু করে মনে পড়তে থাকে ক্লাসে সত্যিই কেমন যেন সন্দেহভাজন একটা টাক মাথা লোক অদ্ভূত সব প্রশ্ন করত...

'অবশ্যই তার নিজের নামে না,' বলেন ডঃ ওয়েলচ। 'যাক তার ওপর দিয়ে যা গেছে তা নিয়ে ভেবে আর লাভ নেই। শুধু এটুকুই বলা যায় এটা ছিল ভুল, মস্ত ভুল। আহ্ বেচারা।, ককটেলটা ততক্ষণে তার হাতে চলে এসেছে এবং তিনিও সেটার ওপর ঝুঁকে পড়েছেন।

'কেন? ভুল কেন? কি হয়েছিল?'

'আমাকে আবার তাকে ১৬০০ সালে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে হয়েছে।' কঠোর গলায় গর্জন করে ওঠেন ওয়েলচ। 'তোমার কি মনে হয়? একটা মানুষ কতটা অবমাননা সহ্য করতে পারে?'

'আপনি কোনো... মানে কিসের অবমাননার কথা বলছেন?'

ডঃ ওয়েলচ তার ককটেলটা টোস্ট করেন। 'নির্বোধ। কেন মনে নেই, তুমি যে তাকে তোমার কোর্সে ফেল করিয়ে দিয়েছিলে।'

অনুবাদ: আসরার মাসুদ

banglainternet.com